যুগান্তর

তারিখ 23 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

আত্তীকরণ বিধিমালা সংশোধন

সরকারি ও বিসিএস ক্যাডার শিক্ষকরা মুখোমুখি

শাফিউল ইসলাম

জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের চাকরি আত্তীকরণ বিধিমালা সংশোধন নিয়ে সরকার ও বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষকরা এখন মুখোমুখি। ইতিমধ্যে আইনি লড়াই শুরু হয়েছে। বিদ্যমান আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ যেন কোনরকমের সংশোধন করা না হয় সেজন্য বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষকরা শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও সচিব এবং আইনমন্ত্রী-সচিব ও সংস্থাপন সচিবকে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছেন। সূত্র জানায়, বিদ্যমান বিধিমালা একতরফাভাবে সংশোধন করা হলে কর্মবিরতিসহ লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। ফলে আগামী মে মাস থেকে অনুষ্ঠেয় এইচএসসি পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটাসহ কলেজ পর্যায়ে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিছুদিন আগে

মুখোমুখি • পৃষ্ঠা ১ : কলাম ৭

মুখোমুখি : শিক্ষকরা

জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের চাকরি আত্তীকরণ বিধিমালা ১৯৮১ ও ২০০০-এর কিছু কিছু ধারা সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এতে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের মাঝে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিধিমালার কোন অংশই "যেন সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন কিংবা সংস্কার করা না হয় এজন্য গত ৩ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, আইনমন্ত্রী, আইন সচিব ও সংস্থাপন সচিবকে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছে বলে এসব শিক্ষকের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব প্রফেসর এমএ রউফ যুগান্তরকে জানিয়েছেন। তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ইতিমধ্যেই ৭ সদস্যের একটি স্বার্থরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিসিএস ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকরা বলছেন, তাদের দাবির সমর্থনে আগামী ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি কালোব্যাজ ধারণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকার যদি এরপরও তাদের দাবি উপেক্ষা করে একতরফা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে তারা কর্মবিরতিসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

জানা যায়, জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ এবং আত্তীকরণের জন্য ১৯৮১ ও ১৯৯৮ সালে দুটি বিধিমালা তৈরি করা হয়। পরবর্তী সময়ে এতে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি এবং বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক এবং জাতীয়করণের মাধ্যমে আত্তীকরণকৃত শিক্ষকদের মাঝে পদোন্নতি, পেনশন ও সিনিয়রিটি প্রদানসহ নানা সমস্যা দেখা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০০ সালের ২৭ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এবং জাতীয়করণকৃত শিক্ষক নেতৃবৃন্দের ত্রিপক্ষীয় সমঝোতায় একটি সংশোধিত বিধিমালা তৈরি করা হয়। এ বিধিমালার ৯(৩) ধারায় বলা হয়েছে, এ বিধিমালা জারির আগ পর্যন্ত যেসব কলেজের শিক্ষকদের চাকরি আত্তীকরণ হয়নি তাদের এখন এ বিধিমালার আলোকে আত্তীকরণ করতে হবে। অর্থাৎ আত্তীকরণ যেদিন থেকে হবে সেদিন থেকে তার চাকরির হিসাব গণনা হবে। জানা যায়, বিগত সরকারের আমলে সারাদেশে ১৮টি মহিলা কলেজকে জাতীয়করণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন যোগ্যতার অভাবে প্রায় ৩৬১ জন শিক্ষকের চাকরি আত্তীকরণ করা হয়নি। সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিধিমালার ৯(৩) ধারা সংশোধন করতে যাচ্ছে। এ ধারার পরিবর্তে চাকরিতে যোগদানের সময় থেকে চাকরিকাল গণনা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রতিবাদকারী শিক্ষকরা বলছেন, এটি করলে মাত্র ৩৬১ জন শিক্ষক লাভবান হবেন। কিন্তু প্রায় ৯ হাজার শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এ ৯ হাজার শিক্ষক তাদের জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে 'চেইন অব কমান্ড' ভেঙে পড়বে। সৃষ্টি হবে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। অনেক শিক্ষক বলেন, ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তটি প্রয়োজন হলে আবারও ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব প্রফেসর এমএ রউফ যুগান্তরকে বলেন, বহু কষ্ট করে বিসিএস পরীক্ষা, বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়রিটি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকরা পদোন্নতি পান। যা বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের বেলায় দরকার হয় না। আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০ পরিবর্তন করা হলে যোগ্যতাসম্পন্ন মেধাবী ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকরা জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। ফলে শিক্ষা ক্যাডারের প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই এ গোপন ষড়যন্ত্র মেনে নেয়া হবে না। তিনি বলেন, যারা বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরিতে প্রবেশ করতে পারেননি তারাই এখন অত্যন্ত গোপনে আত্তীকরণ বিধিমালা-২০০০-এর ৯(৩) ধারা পরিবর্তনের ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি বলেন, যে কোন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হবে। আগামী ২/১ দিনের মধ্যেই আন্দোলন কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হবে। এ সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষকদের স্বার্থবিরোধী কোন কিছুই করা হবে না। সরকার যা কিছু করবে তা শিক্ষকদের কল্যাণেই করবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য